অবশেষে প্রিয় পাঠক, আমি আপনাকে এই কথা বলতে চাই যে, আপনি এই ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের বিষয় একটু চিন্তা করুন। যিনি আপনাকে প্রেম করে আপনার স্থানে আপনার পাপের দন্ড নিয়ে এই দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, যেন আপনি রক্ষা পান।

একথা সত্য যে, যীশু সমস্ত মানুষের পাপের দন্ড নিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন কিন্তু যারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের রক্তে বিশ্বাস করে ও তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করে তাদেরকেই তিনি পরিত্রাণ বা পাপের ক্ষমা দিয়ে থাকেন।

গোঁড়ামী বা জিদের বশবর্তী হওয়ার ফলে জার্মান রক্ত ভিন্ন অন্য কোন রক্ত নিতে রাজী হয়নি, ঠিক একই ভাবে আজও জগতে অগণিত নর-নারী যীশুর রক্তে বিশ্বাস না করে অনন্ত মৃত্যু বা দন্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, যীশু আপনার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন, তিনি চান, যেন আপনি বিশ্বাসে এই মুহূর্তে আপনার হৃদয়ে তাঁর কাছে খুলে দেন।

তিনি তাঁর অমূল্য রক্ত দ্বারা আপনার সমস্ত পাপ ধৌত করে আপনাকে স্বর্গীয় শান্তি ও আনন্দ দান করবেন।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে আজই লিখুন:-

মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com

Web: www.mediaoutreachbd.com

BEN 04

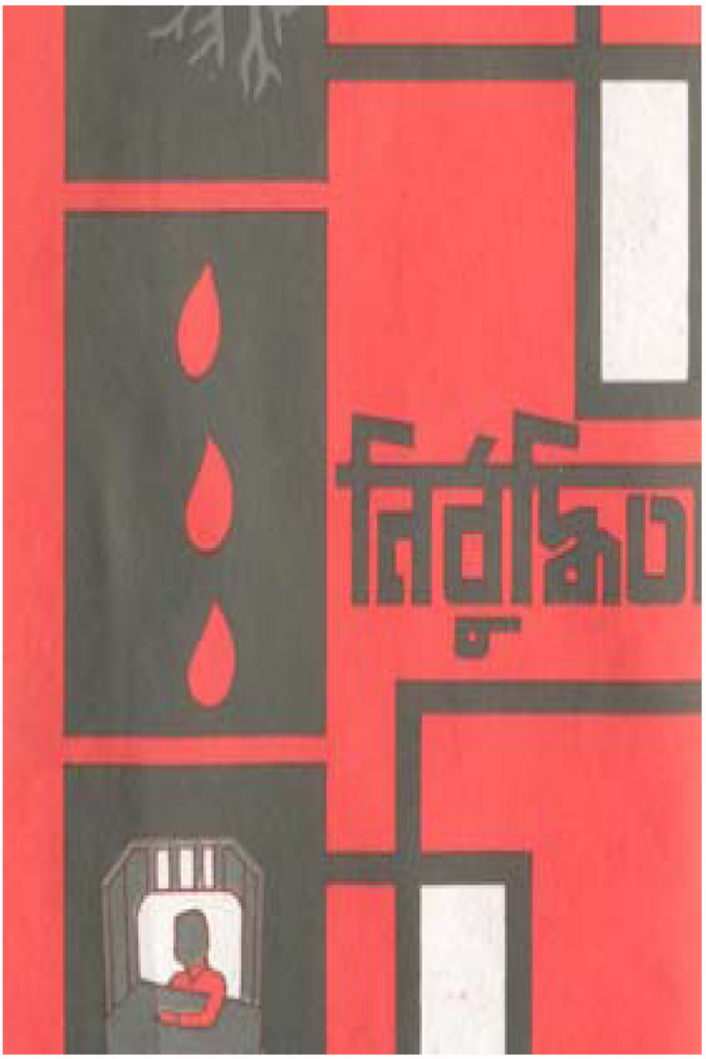

নির্বুদ্ধিতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ফ্রান্সের রণাঙ্গন। জার্মান বাহিনী ক্রমে ক্রমে পিছু হটছে। এই সময় একজন আহত জার্মান সেনাপতিকে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলেই পিছু হটতে বাধ্য হয়। মিত্রপক্ষ যখন জার্মান অধিকৃত অঞ্চল পুনরাধিকার করে তখন মৃত্যুমুখে পতিত এই জার্মান সেনাপতিকে তারা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে উপস্থিত বড় বড় বৃটিশ ডাক্তাররা এই সেনাপতিকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

রক্ত না দিলে এক আর বাঁচানো যাবে না। লোকটার রক্ত পরীক্ষা করে রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে ডাক্তাররা তার শরীরে প্রয়োজনীয় রক্ত দিতে প্রস্তুত হলেন। এমন সময় সেনাপতির জ্ঞান ফিরে এলো। ডাক্তাররা দেখে খুশী হলেন। বললেন, সেনাপতি, আমরা আপনাকে রক্ত দিতে যাচ্ছি, আপনি বেঁচে উঠবেন, ভয় নেই।

সেনাপতি ক্ষীণ কন্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন রক্ত? জার্মান রক্ত না অন্য কোন? উত্তরে ডাক্তাররা বললেন, বৃটিশ রক্ত ছাড়া অন্য কোন রক্ত আমাদের কাছে নেই, বৃটিশ রক্ত, কি আসে যায় তাতে, সেনাপতি? রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে দেখেছি আমরা, এতেই আপনি বাঁচবেন। এবার বিরক্ত হয়ে সেনাপতি বললেন, না, আমি অন্য কোন রক্ত চাই না, আমি মরব সেও ভাল, তবুও জার্মান রক্ত ছাড়া অন্য কোন রক্ত আমার শরীরে নিতে প্রস্তুত নই। আর বলবার প্রয়োজন নেই, সেই মৃত সেনাপতির কবর দিতে দিতে ডাক্তররা বললেন, সেনাপতি হলে কি হবে, লোকটা নিজরে গোঁড়ামিতে ও অহঙ্কারে মারা গেল, কেউ বললেন, লোকটা মূর্খ।

রক্ষা পাবার এই অপূর্ব সুযোগ অবহেলা করায় জার্মান সেনাপতিকে মরতে হয়েছিল। আজ আমিও আপনার কাছে রক্ষা পাবার এমন এক অপূর্ব উপায়ের বিষয় বলতে চাই, যা ঈশ্বর জগতের প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। রক্তই জীবনের মূল। জার্মান সেনাপতি অবশ্যই বাঁচতে পারতেন, যদি তিনি তার গোঁড়ামি বা নির্বুদ্ধিতা ফেলে দিয়ে ঐ রক্ত গ্রহণ করতেন।

রক্ত ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। ইতিহাস পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমের কাছে এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন যে, ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমের কাছে এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে রক্তের প্রয়োজন। যেহেতু 'রক্তই শরীরের প্রাণ' সুতরাং একটি নির্দোষ প্রাণী বধ করে তার রক্ত উৎসর্গ করণ ছাড়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা দন্ডমোচন হওয়া কয়িন উৎসর্গ করলেন একটি ভেড়া। ঈশ্বর কয়িনের রক্তবিহীন যজ্ঞ গ্রাহ্য করলেন না কিন্তু হেবলের রক্তকৃত যজ্ঞ গ্রাহ্য করলেন।

অব্রাহাম নোহ ও দায়ূদ প্রভৃতি ভাববাদীদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত যজ্ঞগুলো এক ভাবি-ত্রাণকর্তার আগমনের বিষয় সূচীত করত, যিনি নিজ মহামূল্য রক্ত উৎসর্গ করে সমগ্র জগতের মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের কাজ সম্পূর্ণরুপে সিদ্ধ করবেন। ঈশ্বর এই যে মুক্তিদাতা পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; তিনি কে?

যোহন বাপ্তাইজকে এই মুক্তিদাতার বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।' প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে এই মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্ট (ঈসা নবী) নাম নিয়ে এই জগতে এসেছিলেন। জগতে থাকতে যীশু খ্রীষ্ট অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। রোগীকে সুস্থ করা, ভুত ছাড়ান, মরাকে বাঁচান ইত্যাদি। কিন্তু তিনি অতি স্পষ্ট বাবেই বলেছিলেন যে, তাঁর এই জগতের আসার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পাপের জন্য রক্ত দেওয়া।বাইবেলে লেখা আছে "সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিরুশালেমে যাইতে হইবে এবং অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে।"

তাই আমরা ঈশ্বরের বাক্য অর্থাৎ বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, যীশু খ্রীষ্ট (ঈসা নবী) সমস্ত মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বেচ্ছায় ক্রুশের ওপর নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন।

মানুষের পরিত্রাণের জন্য সাধিত এই প্রায়শ্চিত্ত যে গ্রাহ্য হয়েছে, তারই প্রাণ স্বরুপ ঈশ্ব তিন দিন পরে যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠাবেন যীশু মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন্ত ত্রাণকর্তা। যারা তাঁর কাছে আসে তাদের সবাইকে তিনি পরিত্রাণ করতে সক্ষম। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, "তোমরা তো জান তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার-ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা মুক্ত দ্বারা মুক্ত হও নাই কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক স্বরুপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ" আবার লেখা আছে "যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।"

নির্বুদ্ধিতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ফ্রান্সের রণাঙ্গন। জার্মান বাহিনী ক্রমে ক্রমে পিছু হটছে। এই সময় একজন আহত জার্মান সেনাপতিকে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলেই পিছু হটতে বাধ্য হয়। মিত্রপক্ষ যখন জার্মান অধিকৃত অঞ্চল পুনরাধিকার করে তখন মৃত্যুমুখে পতিত এই জার্মান সেনাপতিকে তারা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে উপস্থিত বড় বড় বৃটিশ ডাক্তাররা এই সেনাপতিকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

রক্ত না দিলে এক আর বাঁচানো যাবে না। লোকটার রক্ত পরীক্ষা করে রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে ডাক্তাররা তার শরীরে প্রয়োজনীয় রক্ত দিতে প্রস্তুত হলেন। এমন সময় সেনাপতির জ্ঞান ফিরে এলো। ডাক্তাররা দেখে খুশী হলেন। বললেন, সেনাপতি, আমরা আপনাকে রক্ত দিতে যাচ্ছি, আপনি বেঁচে উঠবেন, ভয় নেই।

সেনাপতি ক্ষীণ কন্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন রক্ত? জার্মান রক্ত না অন্য কোন? উত্তরে ডাক্তাররা বললেন, বৃটিশ রক্ত ছাড়া অন্য কোন রক্ত আমাদের কাছে নেই, বৃটিশ রক্ত, কি আসে যায় তাতে, সেনাপতি? রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে দেখেছি আমরা, এতেই আপনি বাঁচবেন। এবার বিরক্ত হয়ে সেনাপতি বললেন, না, আমি অন্য কোন রক্ত চাই না, আমি মরব সেও ভাল, তবুও জার্মান রক্ত ছাড়া অন্য কোন রক্ত আমার শরীরে নিতে প্রস্তুত নই। আর বলবার প্রয়োজন নেই, সেই মৃত সেনাপতির কবর দিতে দিতে ডাক্তররা বললেন, সেনাপতি হলে কি হবে, লোকটা নিজরে গোঁড়ামিতে ও অহঙ্কারে মারা গেল, কেউ বললেন, লোকটা মূর্খ।

রক্ষা পাবার এই অপূর্ব সুযোগ অবহেলা করায় জার্মান সেনাপতিকে মরতে হয়েছিল। আজ আমিও আপনার কাছে রক্ষা পাবার এমন এক অপূর্ব উপায়ের বিষয় বলতে চাই, যা ঈশ্বর জগতের প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। রক্তই জীবনের মূল। জার্মান সেনাপতি অবশ্যই বাঁচতে পারতেন, যদি তিনি তার গোঁড়ামি বা নির্বুদ্ধিতা ফেলে দিয়ে ঐ রক্ত গ্রহণ করতেন।

রক্ত ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। ইতিহাস পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমের কাছে এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন যে, ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমের কাছে এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে রক্তের প্রয়োজন। যেহেতু 'রক্তই শরীরের প্রাণ' সুতরাং একটি নির্দোষ প্রাণী বধ করে তার রক্ত উৎসর্গ করণ ছাড়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা দন্ডমোচন হওয়া কয়িন উৎসর্গ করলেন একটি ভেড়া। ঈশ্বর কয়িনের রক্তবিহীন যজ্ঞ গ্রাহ্য করলেন না কিন্তু হেবলের রক্তকৃত যজ্ঞ গ্রাহ্য করলেন।

অব্রাহাম নোহ ও দায়ূদ প্রভৃতি ভাববাদীদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত যজ্ঞগুলো এক ভাবি-ত্রাণকর্তার আগমনের বিষয় সূচীত করত, যিনি নিজ মহামূল্য রক্ত উৎসর্গ করে সমগ্র জগতের মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের কাজ সম্পূর্ণরুপে সিদ্ধ করবেন। ঈশ্বর এই যে মুক্তিদাতা পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; তিনি কে?

যোহন বাপ্তাইজকে এই মুক্তিদাতার বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।' প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে এই মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্ট (ঈসা নবী) নাম নিয়ে এই জগতে এসেছিলেন। জগতে থাকতে যীশু খ্রীষ্ট অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। রোগীকে সুস্থ করা, ভুত ছাড়ান, মরাকে বাঁচান ইত্যাদি। কিন্তু তিনি অতি স্পষ্ট বাবেই বলেছিলেন যে, তাঁর এই জগতের আসার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পাপের জন্য রক্ত দেওয়া।বাইবেলে লেখা আছে "সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিরুশালেমে যাইতে হইবে এবং অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে।"

তাই আমরা ঈশ্বরের বাক্য অর্থাৎ বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, যীশু খ্রীষ্ট (ঈসা নবী) সমস্ত মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বেচ্ছায় ক্রুশের ওপর নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন।

মানুষের পরিত্রাণের জন্য সাধিত এই প্রায়শ্চিত্ত যে গ্রাহ্য হয়েছে, তারই প্রাণ স্বরুপ ঈশ্ব তিন দিন পরে যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠাবেন যীশু মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন্ত ত্রাণকর্তা। যারা তাঁর কাছে আসে তাদের সবাইকে তিনি পরিত্রাণ করতে সক্ষম। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, "তোমরা তো জান তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার-ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা মুক্ত দ্বারা মুক্ত হও নাই কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক স্বরুপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ" আবার লেখা আছে "যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।"

অবশেষে প্রিয় পাঠক, আমি আপনাকে এই কথা বলতে চাই যে, আপনি এই ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের বিষয় একটু চিন্তা করুন। যিনি আপনাকে প্রেম করে আপনার স্থানে আপনার পাপের দন্ড নিয়ে এই দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, যেন আপনি রক্ষা পান।

একথা সত্য যে, যীশু সমস্ত মানুষের পাপের দন্ড নিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন কিন্তু যারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের রক্তে বিশ্বাস করে ও তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করে তাদেরকেই তিনি পরিত্রাণ বা পাপের ক্ষমা দিয়ে থাকেন।

গোঁড়ামী বা জিদের বশবর্তী হওয়ার ফলে জার্মান রক্ত ভিন্ন অন্য কোন রক্ত নিতে রাজী হয়নি, ঠিক একই ভাবে আজও জগতে অগণিত নর-নারী যীশুর রক্তে বিশ্বাস না করে অনন্ত মৃত্যু বা দন্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, যীশু আপনার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন, তিনি চান, যেন আপনি বিশ্বাসে এই মুহুর্তে আপনার হৃদয়ে তাঁর কাছে খুলে দেন।

তিনি তাঁর অমূল্য রক্ত দ্বারা আপনার সমস্ত পাপ ধৌত করে আপনাকে স্বর্গীয় শান্তি ও আনন্দ দান করবেন।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে আজই লিখুন:-

মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com

Web: www.mediaoutreachbd.com